বণিক বার্তা

15 FEB 2026

তারেক রহমানকে অভিনন্দন

১০০ বিলিয়ন ডলার রফতানির আশা বিজিএমইএর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে বিজয় লাভ করায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। সংগঠনটির পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের পোশাক রফতানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। গতকাল পাঠানো এক অভিনন্দন বার্তায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এ শুভেচ্ছা জানান।

'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন' শীর্ষক ওই বার্তায় বলা হয়, তারেক রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসনে বিজয় অর্জন করেছে, যা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বার্তায় আরো উল্লেখ করা হয়, গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং একটি সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনগণের দেয়া এ গণরায় দেশকে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নেবে। তারেক রহমানের বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বিজিএমইএ দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে।

অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়, দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে রয়েছে। এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুসংহত করতে নতুন সরকারের নীতিগত সহায়তা ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ অপরিহার্য।

বিজিএমইএ জানায়, সরকারের পূর্ণ সমর্থন পেলে ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক রফতানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ডকে বিশ্বব্যাপী আরো শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়।

এছাড়া সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, বিজিএমইএ পরিবারের যেসব সদস্য সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পোশাক খাতের বিভিন্ন সংকট সমাধান এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে সহায়ক হবে। নতুন সরকারের নেতৃত্বে একটি স্থিতিশীল, উদ্ভাবনমুখী ও বিনিয়োগবান্ধব অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে—এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

বণিক বার্তা
15 FEB 2026

duty-free benefits," he noted.
"The facility will cover a wide range of

পরিশোধিত চিনি রফতানিতে অস্ট্রেলিয়া

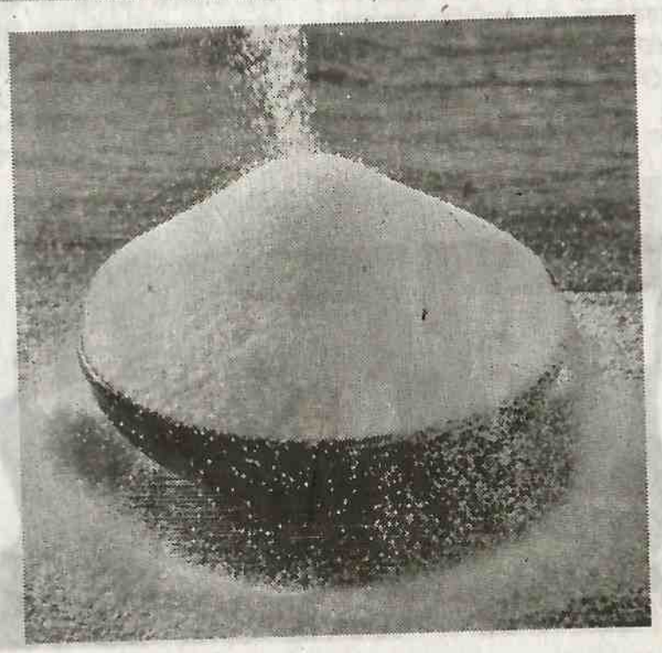

রফতানি (টন)

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে পরিশোধিত চিনি রফতানিতে অন্যতম শীর্ষ দেশ। দেশটির প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে গত বছর পরিশোধিত চিনি রফতানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ সময় মোট রফতানি পৌঁছেছে ৩২ লাখ ৬০ হাজার টনে। খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, রফতানি বৃদ্ধির কারণে অস্ট্রেলিয়ার কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার পাশাপাশি স্থানীয় চিনি শিল্পে চাহিদা বেড়েছে।

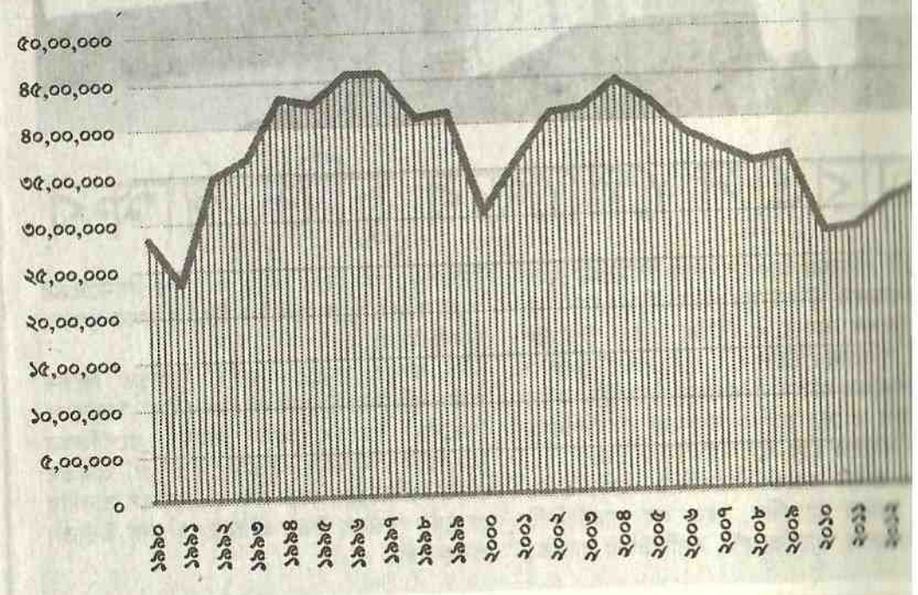

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	২৮,১৯,০০০	-৩.৬৯%
১৯৯১	২৩,৪৫,০০০	-১৬.৮১%
১৯৯২	৩৪,৭৬,০০০	৪৮.২৩%
১৯৯৩	৩৬,৬৩,০০০	৫.৩৮%
১৯৯৪	৪৩,২১,০০০	১৭.৯৬%
১৯৯৫	৪২,৪২,০০০	-১.৮৩%
১৯৯৬	৪৫,৬৪,০০০	৭.৫৯%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	৪৫,৫৪,০০০	-০.২২%
১৯৯৮	৪০,৭৬,০০০	-১০.৫০%
১৯৯৯	৪১,২৩,০০০	১.১৫%
২০০০	৩০,৫৬,০০০	-২৫.৮৮%
২০০১	৩৫,৯৪,০০০	১৭.৬০%
২০০২	৪১,১৪,০০০	১৪.৪৭%
২০০৩	৪১,৫৭,০০০	১.০৫%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	৪৪,৪৭,০০০	৬.৯৮%
২০০৫	৪২,০৮,০০০	-৫.৩৭%
২০০৬	৩৮,৬০,০০০	-৮.২৭%
২০০৭	৩৭,০০,০০০	-৪.১৫%
২০০৮	৩৫,২২,০০০	-৪.৮১%
২০০৯	৩৬,০০,০০০	২.২১%
২০১০	২০,৫০,০০০	-২৩.৬১%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২৮,০০,০০০	১.৮২%
২০১২	৩১,০০,০০০	১০.৭১%
২০১৩	৩২,৪২,০০০	৪.৫৮%
২০১৪	৩৫,৬১,০০০	৯.৮৪%
২০১৫	৩৭,০০,০০০	৩.৯০%
২০১৬	৪০,০০,০০০	৮.১১%
২০১৭	৩৬,০০,০০০	-১০.০০%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বণিক বার্তা
15 FEB 2026

পরিশোধিত চিনি রফতানিতে অস্ট্রেলিয়া

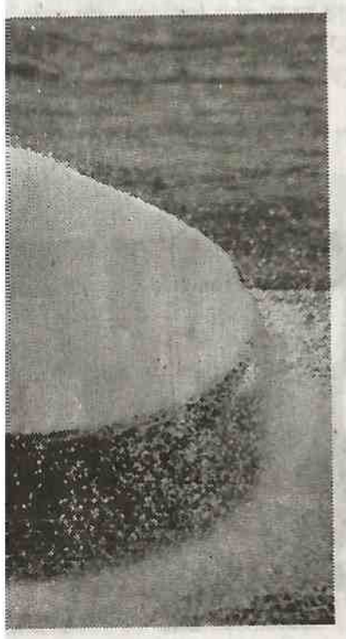

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বে পরিশোধিত চিনি রফতানিতে অন্যতম শীর্ষ দেশ। দেশটির প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে গত বছর পরিশোধিত চিনি রফতানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ সময় মোট রফতানি পৌঁছেছে ৩২ লাখ ৬০ হাজার টনে। খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, রফতানি বৃদ্ধির কারণে অস্ট্রেলিয়ার কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার পাশাপাশি স্থানীয় চিনি শিল্পে চাহিদা বেড়েছে।

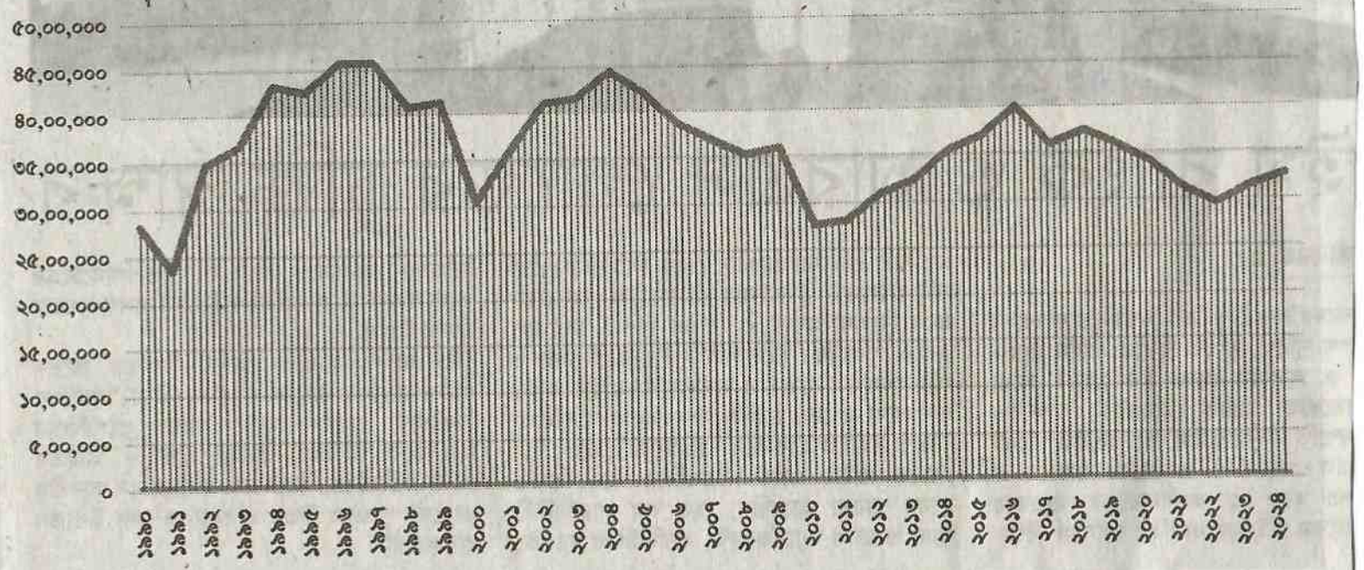

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	৪৫,৫৪,০০০	-০.২২%
১৯৯৮	৪০,৭৬,০০০	-১০.৫০%
১৯৯৯	৪১,২৩,০০০	১.১৫%
২০০০	৩০,৫৬,০০০	-২৫.৮৮%
২০০১	৩৫,৯৪,০০০	১৭.৬০%
২০০২	৪১,১৪,০০০	১৪.৪৭%
২০০৩	৪১,৫৭,০০০	১.০৫%
২০০৪	৪৪,৪৭,০০০	৬.৯৮%
২০০৫	৪২,০৮,০০০	-৫.৩৭%
২০০৬	৩৮,৬০,০০০	-৮.২৭%
২০০৭	৩৭,০০,০০০	-৪.১৫%
২০০৮	৩৫,২২,০০০	-৪.৮১%
২০০৯	৩৬,০০,০০০	২.২১%
২০১০	২৮,৫০,০০০	-২৩.৬১%
২০১১	২৮,০০,০০০	১.৮২%
২০১২	৩১,০০,০০০	১০.৭১%
২০১৩	৩২,৪২,০০০	৪.৫৮%
২০১৪	৩৫,৬১,০০০	৯.৮৪%
২০১৫	৩৭,০০,০০০	৩.৯০%
২০১৬	৪০,০০,০০০	৮.১১%
২০১৭	৩৬,০০,০০০	-১০.০০%
২০১৮	৩৭,৩৫,০০০	৩.৭৫%
২০১৯	৩৬,০০,০০০	-৩.৬১%
২০২০	৩৪,০০,০০০	-৫.৫৬%
২০২১	৩১,২০,০০০	-৮.২৪%
২০২২	২৯,৫০,০০০	-৫.৪৫%
২০২৩	৩১,৫২,০০০	৬.৮৫%
২০২৪	৩২,৬০,০০০	৩.৪৩%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

বণিক বার্তা
15 FEB 2026

গত বছর ইইউভুক্ত দেশগুলোর পোশাক ক্রয়

আমদানি হিস্যা ভারত ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার চেয়ে অনেক বেশি হলেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কম

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) ২৭টি দেশ ২০২৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৮ হাজার ৯৯৯ কোটি ৬০ লাখ ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়েছে চীন থেকে। আমদানির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস দেশ ছিল বাংলাদেশ। ২০২৫ সালে আমদানি হিস্যা বিবেচনায় তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মতো নিকট প্রতিযোগী দেশের চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। হিস্যা ২০২৪ সালের চেয়ে ২০২৫-এ আরো বেড়েছে। তবে একই সময়ে দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম।

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালে ২০২৪-এর তুলনায় ইইউর বৈশ্বিক পোশাক আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ১ শতাংশ। চীন থেকে ইইউর পোশাক আমদানি বেড়েছে ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে আমদানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। একই সময়ে শীর্ষ ১০ আমদানি উৎসগুলোর মধ্যে তৃতীয় দেশ তুরস্ক থেকে কমেছে। বেড়েছে ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তান থেকে। এ দেশগুলো থেকে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি।

২০২৫ সালে তুরস্ক থেকে আমদানি কমেছে ১০ দশমিক ৭৩ শতাংশ। ভারত থেকে বেড়েছে ৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ। কম্বোডিয়া থেকে ১৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ, ভিয়েতনাম থেকে ৯ দশমিক ৬৬ এবং পাকিস্তান থেকে বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ইইউ দেশগুলোর পোশাক আমদানি প্রবৃদ্ধি শীর্ষ ১০ প্রতিযোগী দেশের চেয়ে কম হয়েছে।

আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে কম হলেও অর্থমূল্য বিবেচনায় ইইউ অঞ্চলের মোট পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা এখনো প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। ইইউর পোশাক আমদানির মোট অর্থমূল্যে চীনের হিস্যা আগের বছরের চেয়ে কমে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৫৩ শতাংশে।

২০২৪ সালে ইইউর পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ২০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, যা বেড়ে ২০২৫ সালে হয়েছে ২১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। তৃতীয় সর্বোচ্চ উৎস দেশ তুরস্ক থেকে ইইউর পোশাক আমদানির অংশ দুই অংকের ঘর থেকে কমে ২০২৫ সালে হয়েছে ৯ দশমিক ২৭ শতাংশ।

শীর্ষ ১০ উৎসের মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ভারত। ২০২৫ সালে দেশটি থেকে পোশাক আমদানির হিস্যা ৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। ইইউর আমদানিতে কম্বোডিয়ার হিস্যা ২০২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ। ভিয়েতনামের হিস্যাও বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ। ২০২৫ সালে ইইউর পোশাক আমদানিতে পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ার হিস্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪ দশমিক ২৮, ৩ দশমিক শূন্য ৩, ১ দশমিক ৫১ এবং ১ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'ইইউর দেশগুলোতে বাংলাদেশের শেয়ার অনেক বড়। যে দেশগুলোর সঙ্গে প্রবৃদ্ধি তুলনা করা হচ্ছে সেই দেশগুলোর শেয়ার অনেক কম। এ দেশগুলোর শেয়ার কম হলেও দেশগুলো থেকে আমদানিতে প্রবৃদ্ধি সামান্য বাড়লেও শতাংশ হিসেবে তা অনেক বেশি দেখা যায়। আর বাংলাদেশ থেকে ১৮ থেকে ২০ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানিতে ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও সেটার প্রভাব অনেক বেশি। বাংলাদেশ থেকে আমদানি প্রবৃদ্ধি যদি ১০ শতাংশ হতো তাহলে হয়তো গোটা বাজারই আমাদের দখলে থাকতে পারত। সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণে পণ্য সরবরাহ কিছুটা নড়বড়ে হয়েছে। তারপরও সামগ্রিকভাবে খুব বেশি খারাপ না। ধারণা করছি পরিস্থিতি বদলাবে। ক্রেতারা হয়তো এখন কমফোর্টেবল হবে ক্রয়াদেশ দিতে।

ইইউর পোশাক আমদানি
(কোটি ইউরো)

'সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণে পণ্য সরবরাহ কিছুটা নড়বড়ে হয়েছে। তার পরও সামগ্রিকভাবে খুব বেশি খারাপ না। ধারণা করছি পরিস্থিতি বদলাবে। ক্রেতারা হয়তো এখন কমফোর্টেবল হবে ক্রয়াদেশ দিতে।'

—মো. মহিউদ্দিন রুবেল
সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ

২০২৫ সালে মোট আমদানির অংশ (%)

চীন	২৯.৫৩	পাকিস্তান	৪.২৮
বাংলাদেশ	২১.৫৭	মরক্কো	৩.০৩
তুরস্ক	৯.২৭	শ্রীলংকা	১.৫১
ভারত	৫.০২	ইন্দোনেশিয়া	১.০৭
কম্বোডিয়া	৪.৯৯	অন্যান্য দেশ	—
ভিয়েতনাম	৪.৮৬		

সূত্র : ইউরোস্ট্যাট

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কম

ইইউর পোশাক আমদানি
(কোটি ইউরো)

'সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণে পণ্য সরবরাহ কিছুটা নড়বড়ে হয়েছে। তার পরও সামগ্রিকভাবে খুব বেশি খারাপ না। ধারণা করছি পরিস্থিতি বদলাবে। ক্রেতারা হয়তো এখন কমফোর্টেবল হবে ক্রয়াদেশ দিতে।'

—মো. মহিউদ্দিন রুবেল
সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) ২৭টি দেশ ২০২৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৮ হাজার ৯৯৯ কোটি ৬০ লাখ ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়েছে চীন থেকে। আমদানির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস দেশ ছিল বাংলাদেশ। ২০২৫ সালে আমদানি হিস্যা বিবেচনায় তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মতো নিকট প্রতিযোগী দেশের চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। হিস্যা ২০২৪ সালের চেয়ে ২০২৫-এ আরো বেড়েছে। তবে একই সময়ে দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম।

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালে ২০২৪-এর তুলনায় ইইউর বৈশ্বিক পোশাক আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ১ শতাংশ। চীন থেকে ইইউর পোশাক আমদানি বেড়েছে ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে আমদানি বেড়েছে ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। একই সময়ে শীর্ষ ১০ আমদানি উৎসগুলোর মধ্যে তৃতীয় দেশ তুরস্ক থেকে কমেছে। বেড়েছে ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তান থেকে। এ দেশগুলো থেকে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি।

২০২৫ সালে তুরস্ক থেকে আমদানি কমেছে ১০ দশমিক ৭৩ শতাংশ। ভারত থেকে বেড়েছে ৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ। কম্বোডিয়া থেকে ১৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ, ভিয়েতনাম থেকে ৯ দশমিক ৬৬ এবং পাকিস্তান থেকে বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ইইউ দেশগুলোর পোশাক আমদানি প্রবৃদ্ধি শীর্ষ ১০ প্রতিযোগী দেশের চেয়ে কম হয়েছে।

আমদানি প্রবৃদ্ধি প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে কম হলেও অর্থমূল্য বিবেচনায় ইইউ অঞ্চলের মোট পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা এখনো প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। ইইউর পোশাক আমদানির মোট অর্থমূল্যে চীনের হিস্যা আগের বছরের চেয়ে কমে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৫৩ শতাংশে।

২০২৪ সালে ইইউর পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ২০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, যা বেড়ে ২০২৫ সালে হয়েছে ২১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। তৃতীয় সর্বোচ্চ উৎস দেশ তুরস্ক থেকে ইইউর পোশাক আমদানির অংশ দুই অংকের ঘর থেকে কমে ২০২৫ সালে হয়েছে ৯ দশমিক ২৭ শতাংশ।

শীর্ষ ১০ উৎসের মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ভারত। ২০২৫ সালে দেশটি থেকে পোশাক আমদানির হিস্যা ৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। ইইউর আমদানিতে কম্বোডিয়ার হিস্যা ২০২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ। ভিয়েতনামের হিস্যাও বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ। ২০২৫ সালে ইইউর পোশাক আমদানিতে পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ার হিস্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪ দশমিক ২৮, ৩ দশমিক শূন্য ৩, ১ দশমিক ৫১ এবং ১ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'ইইউর দেশগুলোতে বাংলাদেশের শেয়ার অনেক বড়। যে দেশগুলোর সঙ্গে প্রবৃদ্ধি তুলনা করা হচ্ছে সেই দেশগুলোর শেয়ার অনেক কম। এ দেশগুলোর শেয়ার কম হলেও দেশগুলো থেকে আমদানিতে প্রবৃদ্ধি সামান্য বাড়লেও শতাংশ হিসেবে তা অনেক বেশি দেখা যায়। আর বাংলাদেশ থেকে ১৮ থেকে ২০ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানিতে ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও সেটার প্রভাব অনেক বেশি। বাংলাদেশ থেকে আমদানি প্রবৃদ্ধি যদি ১০ শতাংশ হতো তাহলে হয়তো গোটা বাজারই আমাদের দখলে থাকতে পারত। সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণে পণ্য সরবরাহ কিছুটা নড়বড়ে হয়েছে। তারপরও সামগ্রিকভাবে খুব বেশি খারাপ না। ধারণা করছি পরিস্থিতি বদলাবে। ক্রেতারা হয়তো এখন কমফোর্টেবল হবে ক্রয়াদেশ দিতে।

২০২৫ সালে মোট আমদানির অংশ (%)

চীন	২৯.৫৩	পাকিস্তান	৪.২৮
বাংলাদেশ	২১.৫৭	মরক্কো	৩.০৩
তুরস্ক	৯.২৭	শ্রীলংকা	১.৫১
ভারত	৫.০২	ইন্দোনেশিয়া	১.০৭
কম্বোডিয়া	৪.৯৯	অন্যান্য দেশ	—
ভিয়েতনাম	৪.৮৬		

সূত্র : ইউরোস্ট্যাট

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

duty-free benefits," he noted.
"The facility will cover a wide range of

সমকাল

15 FEB 2026

সুগন্ধি চাল রপ্তানির সময়সীমা বাড়ল

■ সমকাল প্রতিবেদক

সুগন্ধি চাল রপ্তানির সময়সীমা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়েছে সরকার। এ সুযোগ ৬১ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। সম্প্রতি আমদানি রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে এ সময় বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আলাদা করে চিঠির অনুলিপি দিয়েছে ৬১ প্রতিষ্ঠানকেও। গত ৩১ ডিসেম্বর সুগন্ধি চাল রপ্তানির সময়সীমা শেষ হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সময় বাড়ানো হয়েছে বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা অনুযায়ী ১০০ থেকে ৫০০ টন পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয় গত বছরের এপ্রিলে। জানা গেছে, কেউ পুরোটা রপ্তানি করেছে, কেউ করেছে আংশিক। শর্ত হিসেবে চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রতি কেজি চালের রপ্তানি মূল্য হতে হবে কমপক্ষে ১ দশমিক ৬০ মার্কিন ডলার। প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে হিসাব করলে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি কেজি চালের দাম পড়বে ১৯৫ টাকা।

অন্য শর্তের মধ্যে রয়েছে– অনুমোদিত পরিমাণের বেশি চাল কেউ রপ্তানি করতে পারবে না। আর প্রতিটি চালান জাহাজীকরণ শেষে রপ্তানি সংক্রান্ত সব কাগজপত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। এ অনুমোদন কোনোভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। অনুমোদিত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিজে রপ্তানি না করে অন্যের মাধ্যমে রপ্তানি করতে পারবে না, অর্থাৎ সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া যাবে না।

রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে সব সময়ই চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সুগন্ধি চাল রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।

The Daily Star
15 FEB 2026

Garment exports to EU rise 6% in 2025

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's apparel exports to the European Union (EU), the largest export destination in terms of trade bloc, grew 5.97 percent year-on-year to €19.41 billion in 2025.

Readymade garment (RMG) exports to the block stood at €18.32 billion in 2024.

The 2025 growth was driven by a 10.20 percent surge in volume despite a 3.84 percent decline in unit prices, according to data released by Eurostat, the official statistical office of the EU.

Bangladesh maintained its position as the EU's second-largest clothing supplier after China, benefiting from increased demand across the bloc.

However, December 2025 figures revealed emerging challenges, with year-on-year declines of 12.05 percent in value and 11.50 percent in unit prices, signalling potential headwinds.

The EU's total apparel imports grew 2.10 percent year-on-year to €90 billion in 2025, propelled by a 13.78 percent increase in volume as average unit prices fell 10.27 percent across all suppliers.

China reinforced its dominance with €26.58 billion in year-on-year exports to the EU, up 1.17 percent.

The East Asian country achieved an 11.64 percent volume increase with a 9.38 percent decline in unit prices amid US market uncertainties.

Vietnam recorded 9.66 percent growth, reaching €4.38 billion, with a 4.51 percent increase in unit prices.

India, Pakistan, and Cambodia also posted gains.

Turkey bucked the trend with a 10.73 percent year-on-year drop to €8.34 billion, making it the only major supplier to experience declining exports to the European market during the period.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Daily Star
15 FEB 2026

US trade deal: devil hidden in the fine print

REFAYET ULLAH MIRDHA

The real problem for Bangladesh's $47 billion garment industry lies deep in the technical details of the new trade deal with the US. When Dhaka and Washington signed the reciprocal trade agreement on February 9, it was celebrated as a diplomatic success. But that early optimism has now turned into confusion over the "cotton clause" -- a vague rule that waives "reciprocal tariffs" only if garments are made with American cotton.

NEWS ANALYSIS

For a country where garments make up 86 percent of total merchandise exports to the US, this deal has created uncertainty that threatens its expected benefits.

The main concern is how the new tariff system works. Under the deal, Bangladesh faces a 19 percent reciprocal tariff on top of the existing most-favoured-nation (MFN) duty of about 16.50 percent. Without any relief, the total tax on Bangladeshi garments entering the US market rises sharply to 35.5 percent.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin tried to reassure the industry at a press conference on February 10, saying the reciprocal tariff would be removed for garments made with US cotton. However, industry leaders warn that removing the reciprocal tariff does not mean the products become duty-free.

"The US will not waive the previous duty that was in place before signing the deal," said Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

He explained with a simple example: if a US retailer buys a T-shirt from Bangladesh for $2, the 19 percent reciprocal tariff may be removed if US cotton or man-made fibre is used. But the export will still face the basic 16.50 percent duty. So, even with the concession, the cost of entering the US market remains high.

Another issue, according to trade analysts, is the unclear wording of the concession. Article 5.3 of the agreement says the US will create a system for "zero reciprocal tariffs", but only for a "to-be-specified volume" of imports. This limit will depend directly on how much US cotton and man-made fibre Bangladesh imports. In simple terms, the duty benefit is not unlimited -- it is tied to the amount of raw materials Bangladesh buys from the US.

This effectively means that for every dollar of tariff the US removes, the benefit goes back to its own cotton producers.

"We are waiting for clarification as we need further interpretation of how this method will work," Khan told The Daily Star, noting that many details remain unclear.

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the think-tank RAPID, said the agreement text is "full of ambiguity" and "not well negotiated". He warned that the deal appears to be a strict trade-off: Bangladesh gets tariff relief only if it uses American raw materials. He also pointed out that it is still unclear whether the full waiver applies to garment accessories, or whether those items will face separate tariffs.

The geopolitical risks are also significant. Analysts warn that if India receives the same "cotton clause" benefits, Bangladesh could lose its competitive advantage in the US market. "If India gets the

said Razzaque.

For Bangladesh, the path remains perilous. If the government can clarify the textile clause, the country may still benefit. But if the system proves too complicated, or if competing countries receive similar terms, the much-celebrated deal may offer little real protection for Bangladesh's garment industry, according to analysts.

সমকাল
15 FEB 2026

এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গবেষণায় জোর

সমকাল প্রতিবেদক

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ সামনে রেখে বাণিজ্য-সংক্রান্ত গবেষণা, নীতিসহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের অধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের (বিএফটিআই) এনডাউমেন্ট ফান্ড বাড়াতে অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ে এ চিঠি পাঠিয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশকে নতুন শর্ত ও প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে। শুল্ক-সুবিধা কমে আসবে, ভর্তুকি দেওয়ার সুযোগ সীমিত হবে এবং মেধাস্বত্ব-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠোর হবে। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় সময়োপযোগী গবেষণা, দক্ষ জনবল এবং নীতিগত প্রস্তুতি জরুরি। এ কারণেই বিএফটিআইকে আরও শক্তিশালী গবেষণা সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সরকার।

এনডাউমেন্ট ফান্ড বাড়াতে ৫০ কোটি টাকা চায় বিএফটিআই

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিএফটিআই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন অলাভজনক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে নীতিগত পরামর্শ, গবেষণা এবং সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

সরকারি তথ্যমতে, গত বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ১০ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের দেওয়া অর্থ ৩৮ কোটি ৬৯ লাখ, সাতটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুদান এক কোটি ৪০ লাখ এবং নিজস্ব আয় ১০ কোটি এক লাখ টাকা। এ অর্থ স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত মুনাফা দিয়ে পরিচালন ব্যয়ের একটি অংশ মেটানো হয়। কিন্তু বাজেট অনুদান সীমিত থাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত পদ ৪১টি হলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন ২৬ জন। শূন্য পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সমন্বয়, পেনশন ও কল্যাণ সুবিধা এবং গবেষণা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাড়াতে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছে বিএফটিআই।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, এলডিসি-পরবর্তী বাস্তবতায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি মানা, আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ ও মানোন্নয়নে আরও বিস্তৃত গবেষণা দরকার হবে। এ জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কোর্স চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিএফটিআইর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং সরকারের বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতিগত সহায়তা জোরদার করতে এনডাউমেন্ট ফান্ড ১০০ কোটিতে উন্নীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যেই অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

15 FEB 2026

RMG exports to EU grow 5.97pc in 2025 amid rising competition

Shipments hit €19.41b, up from €18.31b in the previous year

- Rivals including China, Vietnam, Cambodia and Pakistan expand EU market share
- Unit prices for Bangladesh garments drop 3.84pc despite higher volume
- EU apparel imports grow modestly to €89.99b in 2025

FE REPORT

Bangladesh's readymade garment (RMG) exports to the European Union (EU) recorded 5.97 per cent year-on-year growth in 2025, according to Eurostat data. The country fetched 19.41 billion euros from garment shipments to the 27-nation bloc, up from 18.31 billion euros in 2024.

However, single-month exports in December 2025 decreased by over 12 per cent to 1.35 billion euros from 1.54 billion euros in December 2024. The EU's overall apparel imports in December 2025 also declined by 2.27 per cent to 6.94 billion euros, down from 7.11 billion euros in the corresponding month of 2024, Eurostat data show.

Data analysis reveals that the country posted over 61 per cent growth in January and kept momentum in February and March with 26.64 per cent and 18.54 per cent growth respectively. Growth slowed to 5.97 per cent in April before turning negative in May with a 10.92 per cent decline.

Exports rebounded strongly in June as it grew by 20.42 per cent followed by a 6.87 per cent growth in July.

August recorded a contraction as EU imports from Bangladesh fell by 7.73 per cent with temporary rebound by 15.66 per cent in September.

October, however, recorded a significant 19.67 per cent year-on-year decline followed by a 10.87 per cent in November.

Industry insiders said Bangladesh's garment exports to its largest destination, the European Union, have been facing stiff competition as major rivals, particularly China, are significantly increasing their shipments there, especially after the imposition of the US new tariff regime.

China, Vietnam, Cambodia and Pakistan have gradually raised their concentration in the EU in the past decade while the intensified trade race has surfaced after the new US tariff regime comes into effect, as the reciprocal tariffs on a higher scale force the players to diversify their shipments to the 27-nation bloc, they noted.

Mohiuddin Rubel, additional managing director of Denim Expert Ltd, said Bangladesh's RMG exports to EU grew last year both in value and volume (10.20 per cent) while unit prices fell by 3.84 per cent.

Other countries like China, India, Pakistan, Vietnam and Cambodia also showed a positive growth trend throughout the year.

Citing data, he said the unit price of Chinese apparel decreased by 9.38 per cent against an impressive 11.64 per cent and 1.17 per cent increase in volume and value. This trend highlighted China's strategic focus on the European market amidst challenges in the US market, he noted.

The EU's overall apparel imports in 2025 stood at 89.99 billion euros marking a slow growth of 2.10 per cent which was 88.14 billion euros in 2024, according to Eurostat data.

China recorded 1.17 per cent growth in 2025 and fetched 26.58 billion euros, while India fetched 4.54 billion euros marking 7.99 per cent growth last year.

On the other hand, Cambodia posted particularly strong performance, with exports surging to 4.49 billion euros recording 14.66 per cent growth.

Exports from Vietnam and Pakistan also witnessed 9.66 per cent and 9.64 per cent rise to 4.37 billion euros and 3.85 billion euros respectively in 2025, according to data.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

15 FEB 2026

Import-export activities resume at Hili Land Port

DINAJPUR, Feb 14 (BSS): After a three-day hiatus, including a weekly holiday due to the 13th National Parliamentary Election, import-export activities at Hili Land Port here resumed on Saturday.

Md. Abdur Rahman, administrative officer of Panama Port Limited, confirmed that operations returned to normal by 3:30 pm on Saturday. The temporary closure had affected the flow of goods, but activities have now resumed smoothly.

According to M Zaman, superintendent of the Hili Land Port Customs Department, several trucks carrying imported goods such as corn, spices, and fruits entered Bangladesh from India on Saturday afternoon. Unloading operations for these goods are already underway, and port activities have returned to their usual pace.

Md. Yusuf Ali, plant quarantine officer at Hili Land Port, also confirmed that goods import and export activities, starting from 12:30 pm on Saturday, have been fully restored. Trucks carrying goods from India are entering the port, and the goods are being transferred to domestic trucks for distribution in various parts across the country.

Ferdous Rahman, president of the Hili C&F Agents Association, highlighted the significant impact of the brief shutdown, which lasted from February 11 to February 13. However, with the resumption of services, goods are once again flowing between Bangladesh and India through the Hili Land Port.

The reopening of the port is expected to facilitate the smooth continuation of trade between the two neighbouring countries, marking a swift return to normalcy after the election-related closure.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো